

সিডিকেট তীব্র নিন্দা করেছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সিডিকেট তীব্র নিন্দা

करेছে ॥ তদন্ত

কমিটি গঠন

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গতকাল সোমবার সংঘটিত বিশৃঙ্খল ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করে ঘটনাবলীর পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি করেছে।

গতকাল বিকেলে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় সিডিকেটের এক জরুরী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ কমিটি করা হয়। তদন্ত কমিটির সভাপতি অধ্যাপক আনোয়ারুল্লাহ-সৌধুরী ও সদস্য সচিব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার। অন্য সদস্যরা হলেন অধ্যাপক কে এম মোহসীন, অধ্যাপক জেড, আই, চৌধুরী ও অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলাম (ভূগোল)।

সভার সিদ্ধান্তে গতকালের ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে আইন-শৃঙ্খলা ৭-এর পাতায় দেখুন

যাতে অবনতি না ঘটে সেজন্য ছাত্র সংগঠনগুলোকে সংযত থাকার আহবান জানিয়ে বলা হয়, ছাত্র সংগঠনগুলো যেহেতু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত তাই ক্যাম্পাসে যাতে ছাত্রদের দ্বারা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ না ঘটে সেজন্য নিজ নিজ সংগঠনের ছাত্রদের নিবৃত্ত করার জন্য রাজনৈতিক দলের প্রতি সিডিকেট আবারো অনুরোধ জানাচ্ছে। সিডিকেটের বিবেচনায় এ দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলোর। সভায় আইন-শৃঙ্খলা পরিদপ্তর যে কোন অবনতি রোধে পুলিশ বাহিনীকে আরো তৎপর ও সক্রিয় হবার আহবান

সিডিকেটের সভার কার্য বিবরণীতে ঘটনার বর্ণনা করে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিডিকেটের ১৪ই এপ্রিল এবং ১৬ই মে তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গতকাল দুপুর ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরকারী দলসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধানদের অথবা অপরগতায় তাঁদের প্রতিনিধিদের সিডিকেট সদস্যদের সাথে আলোচনা করার জন্য একটি সভা আহবান করেন। এ সভার উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় নেতৃবৃন্দকে ক্যাম্পাসের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করা ও তা নিরসনে তাঁদের সহযোগিতা কামনা করা। সভা শুরু পূর্ব মুহূর্তে একদল ছাত্র এবং কিছুসংখ্যক যুবক উপাচার্যের অফিস কক্ষে প্রোগান দিতে দিতে প্রবেশ করে মণ্ডলানা মতিউর রহমান নিজামীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না এ বলে দাবী জানায় এবং তাঁকে ১৫ মিনিটের মধ্যে যাতে অফিস কক্ষ থেকে বের করে দেয়া হয় সে দাবীও উত্থাপন করে। উপাচার্য ছাত্রদের বলেন যে, যে সমস্ত রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন রয়েছে সে দলগুলোর প্রধানদের এ সভায় ডাকা হয়েছে এবং সেজন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকেও ডাকা হয়েছে।

কিন্তু যেহেতু ছাত্ররা এটা চাচ্ছে না তাই তিনি ১৫ মিনিটের মধ্যে এর একটি সমাধান দেবেন। এতে ছাত্রদের উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হয় এবং অনেকে ফিরে চলে যেতে উদ্যত হয়। কিন্তু এ সময়ে আরেকটি সংগঠনের প্রায় ৫০/৬০ জন ছাত্র প্রবল বেগে উপাচার্যের অফিস কক্ষে প্রবেশ করে একই দাবী জানায়। এ সময়ে অফিস কক্ষের মধ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং কেউ কেউ জনাব নিজামীকে দৈহিকভাবে আক্রমণ করে। বাকশালের জনাব মহিউদ্দিন ছাত্রদের নিরস্ত করার অনুরোধ জানান। এমনকি তিনি শুয়ে পড়ে ছাত্রদের নিবৃত্ত করার প্রয়াস পান। একই সাথে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও উপস্থিত সিডিকেট সদস্যবৃন্দ তাদের এরূপ কার্যক্রম হতে নিরস্ত করার জন্য বার বার অনুরোধ জানান। এরকম অবস্থা যখন চলছিল তখন কয়েকজন ছাত্র উপাচার্যকে জানান যে, তারা বেরিয়ে চলে যেতে চায় কিন্তু পুলিশ তাদের বাইরে যেতে বাধা দিচ্ছে। একথা শুনে উপাচার্য মহোদয় বাইরে যান এবং ছাত্ররা যাতে বেরিয়ে যেতে পারে সেজন্য কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তাকে বলেন। একথা বলে তিনি নিজের অফিস কক্ষে ফিরে আসেন এবং দেখতে পান যে, জনাব নিজামী তাঁর কক্ষে উপস্থিত নেই। তাঁর অনুপস্থিতির সময়ে যেসব সিডিকেট সদস্য উপস্থিত ছিলেন তাঁদের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন যে, জনাব নিজামীর উপর দৈহিক আক্রমণ হওয়ার ফলে কয়েকজন মিলে তাঁকে অন্য একটি কক্ষে নিয়ে গিয়েছেন। উপাচার্য সিডিকেট সদস্যবৃন্দের নিকট এও অবগত হন যে, তাঁর

অনুপস্থিতির সময় কেউ কেউ তার টেবিলের উপর দিয়ে টপকিয়ে জনাব নিজামীকে আক্রমণ করে। উপাচার্য তাঁর টেবিলের কাঁচ এবং একটি টেলিফোন সেট ভাঙা অবস্থায়, কাগজপত্র বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ও ঘরের মধ্যে প্রচুর ছাত্র এক যুবককে উত্তেজিত অবস্থায় দেখতে পান। একই সাথে তিনি লক্ষ্য করেন যে, ছাত্র নেতাদের মধ্যে কয়েকজন তাদের অনুসারীদের নিবৃত্ত করার জন্য এবং ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছে।

সিডিকেট সদস্যবৃন্দ উপাচার্যকে জানিয়েছেন যে, যখন জনাব নিজামীকে দৈহিক আক্রমণ করার জন্য কেউ কেউ উদ্যত হচ্ছিল যে সময় অফিস কক্ষে পুলিশের যে কয়েকজন সদস্য ছিলেন তারা চাইলে জনাব নিজামীকে প্রহৃত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারতেন। এ ঘটনায় জনাব নিজামীসহ কয়েকজন ছাত্র/যুবক আহত হন। ছাত্র-যুবকদের মারমুখী অবস্থা থেকে নিবৃত্ত করার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরও আহত হয়েছেন। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্দিষ্ট আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।